35

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

জনমত

কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কার্যক্রমে অনিয়ম

গত ১৫-০৪-৯৫ইং তারিখ থেকে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া থানাধীন মাধবপুর ইউনিয়নের, ডাকুড (ডাক্তার কুদ্দুছ ভুঞা) কর্তৃক পরিচালিত সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক, শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামক এনজিওটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে কিশোর-কিশোরী বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৪৫টি কেন্দ্র রয়েছে। ব্রাহ্মণপাড়া থানার রানীগাছ গ্রামে সংস্থার প্রধান নির্বাহী পরিচালকের নিজ বাড়িতে সংস্থাটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সংস্থায় ৪৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৩ জন সুপারভাইজার কর্মরত আছেন। প্রথম দিকে তাদের নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হলেও গত ৪/৫ মাস যাবৎ তা আর দেওয়া হচ্ছে না। ফলে তারা দারুণ আর্থিক কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে বিভিন্ন সংস্থা থেকে উল্লিখিত এনজিওটির নামে যথারীতি টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অথচ আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সুপারভাইজাররা বেতন-ভাতা চাইলে নানা তালবাহানায় সময়ক্ষেপণ করে ন্যায্য পাওনা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক লেখালেখি করেও কোন ফলোদয় হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সংস্থাটি শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন মতই বরাদ্দ পাচ্ছে বলে আমরা জানি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত উপকরণ থেকে নামেমাত্র আমাদের সরবরাহ করে এবং সিংহভাগই রেখে দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং সংস্থাটির কাজকর্ম তদন্ত করে এর উল্লিখিত বিভিন্ন অনিয়ম দূরীকরণ ও আমাদের বকেয়া বেতন-ভাতা আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কার্যক্রমের
সুপারভাইজার ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।